যুগান্তর

তারিখ : 19 NOV 2017
পৃষ্ঠা : ৩ কলাম : ৩

শাবির ভর্তি পরীক্ষায় ফের ডিভাইস জালিয়াতি

গ্রেফতার ২

সিলেট ব্যুরো ও শাবি প্রতিনিধি

শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (শাবি) ভর্তি পরীক্ষায় ফের ডিভাইস জালিয়াতি হয়েছে। পরীক্ষায় ডিভাইসের মাধ্যমে উত্তর সরবরাহের সময় আটক করা হয়েছে ২ জনকে। শনিবার বিকালে অনুষ্ঠিত পরীক্ষায় ইলেকট্রনিক ডিভাইসসহ আটকদের জিজ্ঞাসাবাদ করলে তারা চাঞ্চল্যকর তথ্য দেয়। তারা জানায়, ডিজিটাল ডিভাইসে উত্তর সরবরাহের জন্য বড় অঙ্কের টাকা দিতে হয়েছে জালিয়াত চক্রকে। এর মধ্যে আটক একজনের দাবি, জনপ্রতি ৫ লাখ টাকা করে এবং অপরজনের ভাষা অনুযায়ী আড়াই লাখ টাকা করে তাদের কাছ থেকে নিয়েছে জালিয়াত চক্র। জালিয়াত চক্রের ডিভাইস নিয়ে পরীক্ষায় ১৫ জনের একটি টিম অংশ নেয় বলেও তথ্য দেন আটকরা। এদিকে পরীক্ষা চলার সময় শাবি কর্তৃপক্ষ জেলা প্রশাসনের কাছে ম্যাজিস্ট্রেট চাইলেও কয়েকটি কেন্দ্রে ঢুকতে দেয়া হয়নি ম্যাজিস্ট্রেটদের। এমনকি তাদের সঙ্গে অশোভন আচরণ করেন ডিউটিরত শিক্ষকরা।

অভিযোগ পাওয়া গেছে, পাঠানটুলা সরকারি প্রাথমিক বিদালয় ও মেজর টিলার আল আমীন জামেয়া উচ্চবিদ্যালয় কেন্দ্রে যান দু'জন ম্যাজিস্ট্রেট। এর মধ্যে একজন পুরুষ ও অপরজন নারী। তারা ওই দুটি কেন্দ্রে গেলে ডিউটিরত শিক্ষকরা কেন্দ্রে ঢুকতে দেননি। তাদের সঙ্গে অশোভন আচরণও করেন শিক্ষকরা। এ ব্যাপারে দু'জন ম্যাজিস্ট্রেট যুগান্তরের কাছে অভিযোগ করলেও নাম প্রকাশ করতে রাজি হননি। তাদের সঙ্গে এমন আচরণের পর সিলেট নগরীর রাজা জিসি উচ্চবিদ্যালয় কেন্দ্র থেকে একজন ও লিডিং ইউনিভার্সিটি কেন্দ্র থেকে ■ পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ৪

শাবির ভর্তি পরীক্ষায় ফের ডিভাইস জালিয়াতি

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

আরেকজন পরীক্ষার্থীকে ডিভাইসসহ আটক করা হয়।

সূত্র জানায়, বিজ্ঞান বিভাগের 'বি' ইউনিটের পরীক্ষায় নগরীর রাজা জিসি হাইস্কুল থেকে ডিজিটাল ডিভাইসসহ আটক করা হয় গাজীপুরের কালিয়াকৈর থানার বাড়ই পাড়ার বেলায়েত হোসেনের ছেলে ভর্তিচ্ছু মেহেদী হাসানকে। একই সময়ে লিডিং ইউনিভার্সিটি কেন্দ্র থেকে ডিভাইসসহ সানোয়ার হোসেন নামে আরেক পরীক্ষার্থীকে আটক করে কর্তৃপক্ষ। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর সহযোগী অধ্যাপক জহীর উদ্দিন আহমেদ বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, আমরা বিষয়টি খতিয়ে দেখছি এবং মামলাসহ সর্বোচ্চ ব্যবস্থা নেয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছি।

ম্যাজিস্ট্রেটদের কেন্দ্রে ঢুকতে না দেয়ার অভিযোগ

প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে আটক মেহেদী হাসান জানায়, একটি জালিয়াত চক্রের সঙ্গে ৫ লাখ টাকার চুক্তি করে ডিভাইসটি সংগ্রহ করেছে। ঢাকার একটি কোচিংয়ে পড়ার সময় তার সঙ্গে চাঁদপুরের এক বন্ধুর পরিচয় হয়। তার মাধ্যমে সে পাঁচ লাখ টাকায় চুক্তিবদ্ধ হয়। পরীক্ষা শুরুর পরপরই ডিভাইসের মাধ্যমে বাইরে পাঠালে উত্তর চলে আসে। তবে কারা তার সঙ্গে কথা বলছিল, তা তিনি জানেন না। মেহেদীর দাবি, নিজে কোনো প্রশ্ন পাঠাননি, তার কাছে হেডফোনের মাধ্যমে উত্তর পাঠান বাইরে থাকা চক্রের সদস্য। ডিভাইসসহ দু'জন পরীক্ষার্থী আটকের কথা স্বীকার করে শাবির ভিসি অধ্যাপক ফরিদ উদ্দিন আহমেদ যুগান্তরকে বলেন, এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে মামলা হবে। ম্যাজিস্ট্রেটদের সঙ্গে শিক্ষকদের অশোভন আচরণের ব্যাপারে তিনি বলেন, এ ধরনের অভিযোগ আমি পাইনি। সবাই মিলেমিশে ভালো পরীক্ষা নিয়েছেন।

সিলেটের জেলা প্রশাসক রাহাত আনোয়ার যুগান্তরকে বলেন, দু-একটা কেন্দ্রে হয়তো অসৌজন্যমূলক আচরণের ঘটনা ঘটেছে। এ ধরনের কিছু ঘটে থাকলে খোঁজ নিয়ে দেখবেন বলে জানান তিনি। গত বছরের ভর্তি পরীক্ষায়ও ডিজিটাল ডিভাইসসহ জালিয়াত চক্র ধরা পড়েছিল।

খাবারের দাম বৃদ্ধি : ভর্তি পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে কোনো ধরনের নোটিশ ছাড়াই পুনরায় দাম বাড়িয়েছে সব ক্যান্টিন, ডাইনিং ও ক্যাফেটেরিয়া। বঙ্গবন্ধু হলের ক্যান্টিনে ১ নভেম্বর থেকে বর্ধিত দামে খাবার বিক্রি হলেও ভর্তি পরীক্ষা উপলক্ষে পুনরায় খাবারের দাম বাড়ানো হয়েছে। এভাবে ডাইনিংগুলোয়ও খাবারের দেড় থেকে দুইগুণ বৃদ্ধি করা হয়েছে কোনো ধরনের নোটিশ কিংবা প্রভোস্টদের সঙ্গে আলোচনা ছাড়াই।

ছাত্রলীগের ক্যাম্পাস পরিষ্কারকরণ কর্মসূচি, ছাত্রদলের আনন্দ মিছিল : যে কোনো ধরনের রাজনৈতিক কর্মসূচি নিষিদ্ধ থাকলেও আলাদা আলাদাভাবে কর্মসূচি পালন করে শাখা ছাত্রলীগ ও ছাত্রদল। 'আমাদের ক্যাম্পাস আমরাই পরিষ্কার রাখব' শিরোনামে কেন্দ্রীয় সদস্য আবু সাঈদ আকন্দ ও সাজিদুল ইসলাম সবুজের নেতৃত্বে ক্যাম্পাস পরিষ্কারকরণ কর্মসূচি পালন করেছে শাখা ছাত্রলীগের একাংশ। অন্যদিকে নবীনদের স্বাগত জানিয়ে আনন্দ মিছিল করেছে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয় শাখা। শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০১৭-১৮ শিক্ষাবর্ষের স্নাতক (সম্মান) ১ম বর্ষের ভর্তি পরীক্ষা শনিব অনুষ্ঠিত হয়। এর মধ্যে সকাল সাড়ে ৯টায় 'এ' ইউনিটের ও দুপুর আড়াইটা থেকে 'বি' ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়।